খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 46 ❑ 30 Jan., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

খাজনা দিলেই মিলবে 'দুয়ারে সরকার'-এর পরিষেবা! বেনজির অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ দুয়ারে সরকার প্রকল্পে সরকারি পরিষেবা পেতে গেলে আগে পঞ্চায়েতের খাজনা পরিশোধ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠল বনগাঁ ব্লকের গোপালনগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। যে ফতোয়া নিয়ে শোরগোল পড়েছে এলাকায়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি পরিষেবা গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দুয়ারে সরকার চালু করেছেন। বুধবার বনগাঁর গোপালনগর এক নম্বর পঞ্চায়েতের হরিপদ ইনস্টিটিউশনে দুয়ারে সরকারের শিবির বসেছিল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ রীতিমতো টেবিল পেতে খাজনা আদায় করছে। সেখানে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে এলাকার বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। লাইনে দাঁড়ানো মানুষের বক্তব্য, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েতের খাজনা পরিশোধ না করলে পরিষেবা পাওয়া যাবে না। খাজনা শোধ করে পঞ্চায়েতের শংসাপত্র নিয়ে তবেই ঢুকতে হচ্ছে দুয়ারে সরকার শিবিরে। তাই তারা লাইনে দাঁড়িয়ে আগে পঞ্চায়েতের খাজনা পরিশোধ করছেন। মনোয়ারা শেখ নামে এক প্রবীণ নাগরিক দুয়ারে সরকার শিবিরে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার বার্ধক্যভাতার অনুদান চালু হয়নি। আমি দুয়ারের সরকার শিবিরে এসেছিলাম। এখানে আসার পর আমাকে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েতের খাজনা শোধ না করলে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে কোনও ফর্ম ফিলাপ করা যাবে না।' নজরুল ইসলাম মোল্লা নামে আরও এক প্রবীণ নাগরিক বার্ধক্যভাতার ফর্ম ফিলআপ করতে এসেছিলেন। তিনি জানালেন, পঞ্চায়েতের খাজনা শোধ না করলে তাঁকে দুয়ারে সরকার শিবিরে ফর্ম ফিলআপ করতে দেওয়া হবে না বলে বলা হয়েছে।

অভিযোগ অস্বীকার করে গোপালনগর এক নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান মুক্তি হালদার বলেন, 'অনেকে সময় মতো পঞ্চায়েতের খাজনা পরিশোধ করতে পারেননি। তাঁরাই বলেছিলেন। তাই, দুয়ারে সরকার শিবিরের পাশে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একটা টেবিল পাতা হয়েছিল। সাধারণ মানুষ নিজেরাই সেখানে খাজনা পরিশোধ করছেন। কাউকে জোর করা হয়নি। আসলে বিরোধীরা দুয়ারে সরকার শিবিরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছেন।' বনগাঁ উত্তরের প্রাক্তন তৃণমূল

তৃতীয় পাতায়...

জেলে বসেই তোলাবাজি! অনাদায়ে হুমকি। অভিযোগ সাইবার ক্রাইমে

প্রতিনিধি ঃ আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সরকারি কর্মচারী বর্তমানে দমদম সেন্ট্রাল জেলে রয়েছে। এবার তার আত্মীয় পরিজন, আইনজীবীকে তাকে দিয়ে ফোন করিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার আইনজীবী দীপাঞ্জয় দত্ত বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। জেলখানার ভেতরে ফোন কোথা থেকে এলো? কিভাবেই বা ফোন করলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওই আইনজীবী।

সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কর্মচারী সঞ্জয় বসুর বিরুদ্ধে ২১শে জানুয়ারি গোপাল নগর থানায় অভিযোগ হয়। আবাস যোজনায় অযোগ্যদের তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ করেছিল বনগাঁ ব্লকের বিডিও। তার দিন কয়েক বাদে পুলিশ সঞ্জয় বসুকে গ্রেফতার করে বনগাঁ মহাকুম আদালতে পাঠায়। তারপর থেকে সে দমদমে জেল হেফাজতে রয়েছে। অভিযোগ, জেলের মধ্যে বসে সঞ্জয় বসুকে দিয়ে ফোন করিয়ে তার আত্মীয় পরিজন আইনজীবীর কাছ থেকে টাকা চাওয়ানো হচ্ছে। না দিলে তার উপর অত্যাচার, খেতে না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আইনজীবী দীপাঞ্জয় দত্ত বলেন তাকে দিয়ে একটি নাম্বার থেকে বারবার ফোন করানো হচ্ছে। তাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে না। হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভয় দেখানো হচ্ছে। আমার ফোনে ফোন আসে ২৭ তারিখে। ফোনে বলা হয়, তাকে ২৫ হাজার টাকা পাঠাতে হবে। আমি বনগাঁর এসিজিএমকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানাই। এসিজিএম বনগাঁর এসপিকে ইমিডিয়েট রিপোর্ট দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। ২৮শে জানুয়ারি সঞ্জয় বসুর মামাতো ভাইয়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ইউপিআই করে নীরেন্দ্রনাথ নামে একজন ব্যক্তির একাউন্টে পাঠায়। আদালতের নির্দেশে আমি বনগাঁ সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করলাম। ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি করেছে, দীপাঞ্জন বাবু।

শিশুকন্যা রক্ষা নিয়ে কর্মশালা

প্রতিনিধি ঃ শিশু কন্যা সুরক্ষা নিয়ে কর্মশালা হয়ে গেল বনগাঁয়। মঙ্গলবার দুপুরে নীলদর্পণ অডিটোরিয়ামে এই কর্মশালা হয়। এদিনের কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল মহকুমার সমস্ত আশা কর্মীদের নিয়ে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা মনে করেন, শিশু কন্যা সুরক্ষায় আশা কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে কারণে এদিন এদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও প্রসূতিদের চিকিৎসা সুরক্ষার বিষয় এবং ভ্রূণ হত্যা বন্ধ করতেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচিতে প্রচার করা হয়েছে ছেলে হোক বা মেয়ে, কেউ কারো চাইতে কম নয়। ফলে সকলকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রণব মজুমদার, বনগাঁ মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক সাহা রায় সহ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

অবশেষে হুঁস ফিরল প্রশাসনের, টোটোর দৌরাত্ম্য রুখতে উদ্যোগ

প্রতিনিধি ঃ বেপরোয়া টোটোর ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে দুই মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বনগাঁয়। সোমবার এই ঘটনার পর বেপরোয়া টোটো যানবাহন চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার দাবি তুলেছিল স্থানীয়রা। ক্ষোভ প্রশমনে নড়েচড়ে বসলো প্রশাসন। রাস্তায় স্পিড ব্রেকার বসানোর কাজ শুরু হল স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার বনগাঁ ব্লকের ঘাটবাওড় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বনগাঁ সুটিয়া সড়কে সিনথেটিক স্পিড ব্রেকার বসানো হয়।

পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ সুটিয়া সড়কের ঘাটবাওড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে মোট ২৫ টি স্পিড ব্রেকার বসানো হচ্ছে। সড়কের পাশে স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির সামনে বসানো হচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রধান আনিসুর জামান মন্ডল বলেন, গতকাল বেপরোয়া টোটোর ধাক্কায় দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এলাকার মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে এলাকার স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে আপাতত ২৫ টি স্পিড বেকার বসানো হচ্ছে। পরবর্তীতে আরো বসানো হবে। ঘাটবাওড় উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, প্রচুর ছাত্র ছাত্রী স্কুলে আসে। রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া গাড়ি চলাচল করে। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে স্পিড ব্রেকার বসানোতে খুবই ভালো হলো। এতে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমবে।

এদিন স্পিড ব্রেকার বসানোয় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু এলাকার দুই মহিলার মৃত্যু তারা মানতে পারছেন না। মৃতার আত্মীয়দের কথায়, স্পিড ব্রেকার বসানো হলো তবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর। আগে যদি পঞ্চায়েত প্রশাসনের হুশ ফিরতো তাহলে, জলজ্যান্ত প্রাণ দুটি চলে যেত না।

প্রসঙ্গত, রাস্তার ধারে রোদ পোয়াচ্ছিলেন বনগাঁ থানার আনারপুকুরিয়ার বাসিন্দা পূর্ণিমা রায় ও গীতা রানী সরকার। আচমকাই পিছন থেকে একটি টোটো এসে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে ছিটকে পড়ে দুজনই। স্থানীয়রা এবং ওই টোটো চালক তড়িঘড়ি নিজের টোটোতে দুই মহিলাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে পৌঁছালে

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
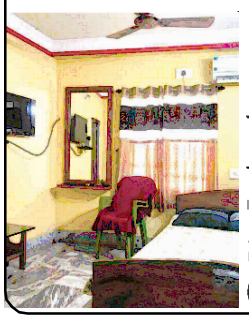
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৪৬ ❐ ৩০ জানুয়ারী, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

যানজটের আর এক নাম অপরিকল্পিত টোটো

বনগাঁ শহরের নিত্য যন্ত্রনার নাম যানজট। আর যানজটে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে টোটো। যার ফলে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। প্রশিক্ষণহীন চালকেরা অনিয়ন্ত্রিত গতিতে টোটো নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে চাকদা রোড, যশোর রোড সহ বনগাঁর অলিতে গলিতে। চাকদা রোড, যশোর রোড বাদ দিলে বনগাঁ শহরের অন্য কোন রাস্তায় ফুটপাত নেই। ফুটপাতের অংশ মূল রাস্তা থেকে অনেকটাই নিচু এবং অসমতল। ফলে পায়ে হাঁটা সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়তই বিপদে পড়তে হয়। তাছাড়া চাকদা রোড বা যশোহর রোডই বা বাদ যায় কেন! এই দুটি রাস্তার ফুটপাত দখল করে রেখেছে বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অনির্বন্ধ হকাররা। ফলে দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল টোটো চালকদের সীমিত কিছু জায়গা বাদ দিলে সুনির্দিষ্ট কোন স্ট্যাণ্ড নেই। তাই ভিড়ে ঠাসা রাস্তাতেও যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাতে করে যানজট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। বর্তমানে সীমান্ত শহর বনগাঁতে টোটোর সংখ্যা হাজারেরও বেশি। এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। তার কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক ভোট ব্যাঙ্ক। ১০টি টোটোর পারমিশন করাতে পারলে হয়ত ৫০০ ভোট পকেটস্থ হবে! তাই সংখ্যার বিচার বা যানজটের অবস্থার কথা বিচার না করে শুধুমাত্র ভোট ব্যাঙ্কের লাভের কথা ভেবেই প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পারমিশন হয়েই চলেছে। যানবাহন যেখানে মানুষের গতিকে বাড়িয়ে দেয়, সেখানে অনিয়ন্ত্রিত গতি সম্পন্ন বর্ধিত হারের টোটো সংখ্যা অতিরিক্ত যানজট সৃষ্টি করে মানুষের গতিকে ধীর করে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ কবে এই অপরিকল্পিত যানজট থেকে মুক্তি পাবে! তারজন্য অধীর আগ্রহে প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

মানবাধিকারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মানবাধিকারের ধারণাটি বহুকাল আগে থেকে প্রাচীন সভ্যতার শিকড়ে নিহিত ছিল, যা পরবর্তী যুগে উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে : প্রাচীন বিশ্বে কনফুসিয়ানিজম এবং বৌদ্ধধর্মে মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণ এবং সহানুভূতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। হত্যা না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসে অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিকরা প্রাকৃতিক অধিকার নিয়ে কথা বলেছিলেন। প্রাচীন ভারতের মহা উপনিষদে উল্লেখিত,'বসুধৈব কুটুম্বকম্' শব্দটির অর্থ সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার। মানবাধিকারের সাম্য বা সমতার চেতনার বীজ এখানে লুকিয়ে আছে। অথবা বাঙালি কবি চন্ডীদাসের উক্তি, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', মানবাধিকারের মূল অর্থ এখানেই নিহিত আছে। আবার ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন, সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'ম্যাগনা কার্টা' নামে পরিচিত।'ম্যাগনা কার্টা' হল রাজার ক্ষমতা খর্ব করার একটি ঐতিহাসিক দলিল। এই চুক্তির কারণে রাজাকেও নিয়মের অধীন হতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক ভাবে 'ম্যাগনা কার্টা' এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে একে বর্তমান সাংবিধানিক শাসনের সূচনা বলা যেতে পারে।

১৭ থেকে ১৮ শতকের মধ্যে জন লক এবং রুসোর মতো চিন্তাবিদরা জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির মতো প্রাকৃতিক অধিকারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন।

১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসি ডিক্লারেশন অফ দ্য রাইটস অফ ম্যান অ্যান্ড সিটিজেন স্বাধীনতা ও সমতার নীতিগুলিকে স্বীকার করে।

১৯ শতকে দাসপ্রথার বিলুপ্তি মানব মর্যাদার সার্বজনীন প্রয়োগকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

বিংশ শতাব্দীতে দু - দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানবাধিকার রক্ষার জন্য একটি বৈশ্বিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অন্বেষণ করতে শুরু করে। হলোকাস্টের (নাৎসি জার্মানি কর্তৃক ইহুদি গণহত্যা। তখন আনুমানিক ষাট লক্ষ ইহুদি এবং আরও অনেক সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে হত্যা করা হয়।) নৃশংসতা এবং যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ এই ধরনের ভয়াবহতা প্রতিরোধে সম্মিলিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা Universal Declaration of Human Rights (UDHR), ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হলোকাস্টের ভয়াবহতা থেকে আগামী বিশ্বকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনিয়ন্ত্রিত অত্যাচার, বর্ণবাদ এবং সামরিকবাদের ভয়ঙ্কর পরিণতি হিসাবে পারমাণবিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল, যা ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগে নিমজ্জিত করেছিল।

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

মিজোরাম

অজয় মজুমদার

অরুণাচল থেকে ৩০/১০/২৪ বাড়িতে পৌঁছালাম। একটু বিশ্রাম নিতে সবে শুয়েছি, নির্মলদার ফোন-- "মিজোরামের ফ্লাইট ভাড়ার একটা অফার দিচ্ছে। যাবেন নাকি? কেউ না গেলেও আমি যাব।" কোন চিন্তাভাবনা না করেই আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে। টিকিট কাটুন, আমি অবশ্যই যাবো। তারপর অনেককেই বলেছিলাম। রাজি হলো শুধু রবিনদা। যাই হোক ছ'জনের একটা দল তৈরি হলো। ১৯/১১/২৪ এ আমরা দমদম এয়ারপোর্ট থেকে সকাল ৮.২৫ এর বিমানে মিজোরাম রওনা হলাম। ৫০ মিনিটে মিজোরাম পৌঁছে গেলাম। ছোট্ট এয়ারপোর্ট। নাম-- লেংপুই এয়ারপোর্ট, আইজল। নেংপুই বিমানবন্দর হল একটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর। বিমানবন্দরটি আইজল থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। বিমানবন্দরটি আইজল-লেংপুই বিমানবন্দর নামেও পরিচিত। আমরা বিমান থেকে নেমে প্রথমে কনভেয়র বেল্ট থেকে আমাদের লাগেজ সংগ্রহ করলাম। তারপর ইনার পারমিটের জন্য ফরম নিলাম। ফর্ম ফিলাপ করে জনপ্রতি ৩৫০ টাকা দিয়ে পারমিট হাতে নিলাম। একই দেশের মধ্যে ইনার পারমিট খুবই আশ্চর্য লেগেছিল।

লিংপুইতে পরিচালিত পবন হান্সের একটি হেলিকপ্টার পরিষেবা আইজলকে লুংলেই, লংটলাই,সিহা, চাওংতে, সেরাচিপ, চম্পাই, কোলাসীর, খাওজাওল, মামিত, এবং হান্নাথিয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত করে। আমাদের জন্য এয়ারপোর্টে ডলি ম্যাম গাড়ি পাঠিয়েছেন। ড্রাইভার মিস্টার ছানা লাগেজ গাড়ির ওপরে তুলে

বেঁধে দিল। এবার আমরা রওনা হলাম। ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে আমরা যাচ্ছি আইজল শহরে। রাস্তা ভীষণই খারাপ। হাসিখুশি যুবক মিস্টার ছানা দেড় ঘন্টায় আমাদের পৌঁছে দিল ডেভিড ক্লোভার হোটেলে। জায়গাটির নাম চাঁদমারি, এটি আইজল। শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্র। হোটেলে পৌঁছাতেই ডলি ম্যাম সুন্দরভাবে আমাদের রিসেপশন করলেন। আসলে আমরা একজনের রেফারেন্সে গেছিলাম। ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আমরা ডাইনিং-এ এলাম। ওখানে আমাদের লাঞ্চ দেওয়া হলো। বেশ সুন্দর বাঙালি খাবার। পরম তৃপ্তিতে খেয়ে ঘরে গেলাম। বিকাল তিনটে নাগাদ আমরা নিজেরাই এলাকায় হেঁটে বেড়ালাম। কাল সকাল থেকেই আমাদের মূল অভিযান শুরু হবে।

২০/১১/২৪ : সকাল ৮-৩০ এ আমাদের গাড়ি এলো। মাহিন্দ্রা কোম্পানির দামি গাড়ি। হোটেলেই ব্রেক ফাস্ট সেরে নিলাম। আমাদের লাঞ্চ হোটেল থেকেই প্যাক করে দিল। আজ আমাদের অভিযান 'তামদিল' লেক। আইজল শহর থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি একটি হ্রদ। এর নিকটতম শহর হল সাইচুয়াল। দূরত্ব ৬ কিলোমিটার।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

নিরাপদ লোকটা জানালো ,সে সকালে আগে ছেলেকে দিয়ে মাছ বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই মাছটা ছুটে গিয়েছিল। আমি ডোঙায় করে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাইনি। পদ্মবনের দিকে বর্শা পেতে রেখেছিলাম। শোল মাছটা বর্শাটাকে নিয়ে পালিয়েছিল। তারপর পানার জঙ্গলে গিয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। আমার যেন মনে হয়েছিল মাছটা খুব বড়। সেটা কোথাও না কোথাও আছে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম।

জামাইবাবু বলল, "ভালোই হয়েছে তুমি মাছটা পেয়েছো। দেখাও দেখি তোমার কেমন পাকা শোল! ভালো হলে আমি নিয়ে নেব।" জামাইবাবুর এই কথা শুনে, লোকটা জানালো " আপনার প্রিয় মাছ বটে। সেই কারণে আর কোথাও না দেখিয়ে আপনার কাছে এনেছি। পাকা শোল মাছ। তা প্রায় ৭০০ গ্রাম হবে।"

জামাইবাবু একচোখে দেখে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই দাঁড়াতে পারছে না। পৈইঠা দিয়ে নামতে নামতে বললেন, "ঠিক দাম নিও। দু'টাকার বেশি দাম নেবে না।" একথা বলে নিরাপদকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জামাইবাবু স্কুলে চলে গেল।

নিরাপদ কুঁই কঁই করছিল। দিদি জানিয়ে দিল, "উনি যে দাম বলে গেলেন তার বেশি কিন্তু আমি দিতে পারব না। তুমি বাজারে নিয়ে গেলে হয়তো আর আট আনা দাম বেশি পেতে। হেঁটে যাওয়ার কষ্ট পেতে হত। আর মাস্টারমশাই তো তোমার কাছ থেকে সকল সময় নগদ টাকায় মাছ কেনে। অন্য কারও কাছে দিলে হয়তো বলতো পরে এসে টাকা নিয়ো।"

দিদির এইসব কথা শুনে নিরাপদর কুঁই কুঁই করা বন্ধ হয়ে গেল। বলল,"আপনি ঠিকই বলেছেন। এখন বাজারে নিতে আমার অনেক কষ্ট হবে। মাঝরাতে উঠেছি। শরীর আর চলছে না, মাস্টারমশাই যা বলে গেল তাই দেন।" দিদি মাছটা নিয়ে ভিতরে উঠোনে বালতিতে রেখে ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা দিল। নিরাপদ কেও দু টাকা দিয়ে দিলো।

দিদি মাছ কুটতে বসেছে, এই সময় ঝুনু কান্না শুরু করল। আমাকে দিদি বলল, " যা তো, দেখ কাঁদছে কেন?" আমি মাছ কাটা দেখব ভেবেছিলাম। আর দাঁড়ালাম না। ঝুনু পুতুল নিয়ে খেলছিল। দেখলাম একটা পোকা ও দেখতে পেয়েছে। সেটা দেখেই কাঁদছে। ও না বুঝলেও আমি বুঝতে পেরেছি কী পোকা। আমারও কিছু করতে সাহস হল না। একটা শুঁয়োপোকা। বড় বড় রোঁয়া গায়ে। লাগলে চুলকানো শুরু করবে। আমি একটু জোরে জোরে বললাম, " দিদি একটু তাড়াতাড়ি আয়। একটা বড় শুঁয়োপোকা! আমি কিভাবে তাড়াবো বুঝতে পারছি না।"

দিদি তাড়াতাড়ি একটা পাটকাঠি হাতে করে চলে আসলো। তারপরে এক রকম কায়দায় পাটকাটিটার গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাইরে রাস্তার ওপাশে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পোকাটাকে মারলি না কেন?"

দিদি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "শুঁয়োপোকা থেকে কী তৈরি হয় বলতো?"

বললাম, " বা রে, আমি কী করে জানব?"

"কেন জানবি না কেন? বিজ্ঞান বইতে পড়িসনি প্রজাপতি, মথ ডিম পাড়ে গাছের পাতায়। বিশেষ করে তুঁত গাছের পাতায়। সেই ডিম ফুটে প্রথমে লার্ভা পরে পিউপা তৈরি হয়। সেই পিউপার মধ্যেই প্রজাপতি তৈরি হয় আবার। পিউপাগুলো থেকে তৈরি হয় সিল্ক। আর আমরা গ্রামের মানুষরা চাই প্রজাপতি থাকুক। প্রজাপতি যত বেশি থাকবে পরাগ মিলনও ভালো হবে। তখন ফসল ভালো ফলবে। সেই কারণেই তো শুধু পোকাটাকে বাঁচিয়ে রাখলাম। তুঁত গাছে উঠে যদি ওটা আবার প্রজাপতি হয়ে যায়।"

শিক্ষিত মানুষের চিন্তাই এই ধরনের ! একটা কিট পোকাও মানুষের উপকার করে। তাই আমাদের তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আমরা না বুঝে অনেক পতঙ্গই মেরে ফেলি। তার ফল

চলবে...

বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের বিজ্ঞান আড্ডা— নদী বাঁচাও, আমরাও বাঁচি

নীরেশ ভৌমিক ঃ নদী বাঁচাও, আমরাও বাঁচি শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে মছলন্দপুরের বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চ। গত ২৫ জানুয়ারী সকালে আয়োজিত আলোচনা সভায় পৌরহিত্য করেন বর্ষিয়ান বিজ্ঞানকর্মী মনোজ পোদ্দার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানকর্মী ও বিশিষ্ট সমাজসেবি কালিপদ সরকার, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সনৎ কুমার বসু, মুখ্য বক্তা বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও নদী আন্দোলনের অন্যতম কর্মী সুকুমার মিত্র। স্বাগত ভাষণে সংস্থার সম্পাদক ও শিক্ষক তপন কুমার বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে আয়োজিত সভার সাফল্য কামনা করেন। শুরুতেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার ও সনৎ কুমার বসু বলেন, আলোচনার বিশয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চারপাশের বিভিন্ন খাল, বিল, নদী ইত্যাদি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদী বাঁচাও আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে যুব সমাজকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

বিশিষ্ট বর্ষিয়ান পবিত্রবাবু তার বক্তব্যে এই এলেকার যমুনা, চান্দুলিয়া, চৈতা, বিদ্যাধরী, ইচ্ছামতী ইত্যাদি নদী ও খালগুলির অতীত ও বর্তমান তুলে ধরেন। হাবড়া বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক সুবল সাহা বলেন, এলেকার বিভিন্ন নদীগুলিকে রক্ষা করতে হবে, কারণ নদী বাঁচলে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষজনও বাঁচবে। মৎসজীবী, কৃষকদের জীবিকা রক্ষা পাবে। নদীপথে ভ্রমণ ও পরিবহন ব্যবস্থা সমৃদ্ধ হবে।

বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক সুকুমার মিত্র তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে বলেন, নদী হচ্ছে সভ্যতার জননী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই নদীকে কেন্দ্র করে সভ্যতা, শহর বা জনপদ গড়ে ওঠে। শ্রী মিত্র এতদঞ্চলের ছোট বড় বিভিন্ন নদীগুলির গুরুত্ব তুলে ধরেন। কৃষক ও মৎসজীবীদের স্বার্থে নদীর পুনরুজ্জীবনের ও সংরক্ষণে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রশাসন ও সরকারকে সচেতন করাতে হবে। নদী সংস্কার না হলে ফি বছর বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিয়মিত নদী সংস্কারের জন্য সামাজিক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে সোচ্চার হতে হবে। বহু জায়গায় নদী দখল হয়ে যাচ্ছে। নদী বাঁচাতে এসব বন্ধ করতে হবে। শ্রী মিত্র নদী নিয়ে তাঁর লেখা একটি প্রতিবেদন উপস্থিত সকলের সামনে পেশ করেন এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এর ছোট-বড় সমস্ত নদীগুলির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক ঘোষপুর সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলা।

সংবাদদাতা ঃ মছলন্দপুর পার্শ্বস্থ ঘোষপুর তরুণ সংঘের উদ্যোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় ঘোষপুর সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলা। গত ১৯ জানুয়ারী সকালে সংঘ প্রাঙ্গনে পতাকা উত্তোলন, মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে ১৮ দিন ব্যাপী আয়োজিত ৪১ তম বার্ষিক উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করেন সংঘ সভাপতি বিশিষ্ট সমাজকর্মী প্রণব বিশ্বাস।

সংঘ ময়দানের সুসজ্জিত তরুনিমা মঞ্চে আট দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সংগীত, নৃত্য, অংকন, আবৃত্তি, সংবাদপাঠ, আল্পনা ও ক্যুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা। ছিল বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্রের শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল, পুতুল নাচ, যাদু প্রদর্শনী, লোক সংগীত ও বাউল গানের আসর, যোগ ব্যায়াম ও ক্যারাটে প্রদর্শনী, ছিল মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টার পরিবেশিত মূকাভিনয় এর অনুষ্ঠান এবং আমন্ত্রিত নাট্যদলের নাট্যানুষ্ঠান ছিল। ২৫ জানুয়ারী অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহন করেন।

প্রতিদিন অনুষ্ঠিত নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরে সংঘের আহ্বানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত রোগীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। ২৬ জানুয়ারী উৎসবের শেষ দিনে সংঘ সভাপতি প্রণব বিশ্বাসের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আকাশবাণীর নাট্য বিভাগের সম্পাদক রইফুদ্দিন, সংস্কৃতি প্রেমী তপন বিশ্বাস, প্রদীপ ঘোষ, সফিউদ্দিন সরকার, হাবিবুল ইসলাম ও বিশিষ্ট ফুটবলার পরিতোষ পাল প্রমুখ। সম্পাদক মৃণাল দেবনাথ সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেওয়া হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে তরুণ সংঘের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে স্মারক সম্মান ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। রাতে উড়ান দ্য ব্যাণ্ড এর মিউজিক কার্নিভাল ও জি বাংলার সা-রে-গা-মা-পা খ্যাত শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। প্রতিদিন অগনিত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে উৎসব ও মেলা প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে।

নেতাজীর জন্মদিনে নানা অনুষ্ঠান ইউনিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরের মতো এবারও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করে চাঁদপাড়ার নবগঠিত ইউনিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। গত ২৩ জানুয়ারী সকালে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, নেতাজী সুভাষের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। স্বেচ্ছা রক্তদান, নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবির ও সংগীতানুষ্ঠান।

নেতাজী সুভাষের জীবন, কর্ম ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, সমাজকর্মী মনতোষ সাহা, নন্দদুলাল দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। স্কুল ছাত্রী দীপা দাসের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানের সূচনা হয়। অন্যতম সংগঠক অনুপ দত্ত জানান, এদিনের শিবিরে বারাসাত ক্যান্সার হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ ৫৩ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। স্থানীয় বাসিন্দা ৬৫ বৎসরের শিশির চক্রবর্তী এদিনের শিবিরে ৬৫ তম রক্তদান করে সকলের অভিনন্দন লাভ করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠানে এলেকার সংগীতপ্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীতে চাঁদপাড়ার ইউনিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত নেতাজী সুভাষের ১২৯ তম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

নেতাজীর জন্মদিনে প্রবীণদের সংবর্ধনা কিশলয় তরুণ তীর্থের

নীরেশ ভৌমিক ঃ আজকের শিশু কিশোররাই হচ্ছে আগামী সমাজের কর্ণধার। তাই সুস্থ, সুন্দর ও সুখী সমাজ গড়ে তুলতে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশু ও কিশোরদের একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে গাইঘাটা গাজনা তরুণতীর্থ বিগত বছরের মতো এবারও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে নানা কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

২৩ জানুয়ারী মহান দেশনায়ক ও স্বাধীনতা যোদ্ধা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্ম জয়ন্তীর সকালে গাজনা কিশলয় তরুণতীর্থের সদস্যরা এলেকার প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের বাড়ি গিয়ে তাঁদের হাতে পুষ্পস্তবক ও শীতবস্ত্র (শাল) তুলে দিয়ে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তরুণতীর্থ শিক্ষালয় অঙ্গনে তরুণতীর্থের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ পতাকা উত্তোলন ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। মধ্যাহ্নে আয়োজিত তরুণতীর্থের ভূতপূর্ব রাজ্য সম্পাদক প্রয়াত রঞ্জিত বসুর স্মরণ সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তরুণতীর্থের রাজ্য সভাপতি শিক্ষারত্ন অমল নায়েক, উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বর্ষিয়ান সুবোধ ভৌমিক, সম্পাদক ভাস্কর বসু, প্রশিক্ষক শিবু দে, সুখেন্দু নস্কর, প্রবীর দাস, ছিলেন শিক্ষানুরাগী রূপক বসু ও প্রয়াত রঞ্জিত বসুর সমধর্মিনী নমিতা দেবী প্রমুখ।

তরুণ সংগীত শিল্পী দেবত্র বসুর উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। প্রয়াত রঞ্জিত বাবুর স্মরণে সঞ্চালক ও বিশিষ্ট শিক্ষক কিশোর ব্যাপারীর স্বরচিত কবিতা পাঠ উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। বিশিষ্ট বক্তাগণের স্মৃতি চারণায় দক্ষ সংগঠক, স্পষ্টবাদী, সৎ, নির্ভিক, রঞ্জিত বাবুর সততা, নিষ্ঠা, পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়গুলি উঠে আসে। আজীবন তিনি শিশু কিশোরদের সত্যিকারের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার কাজ করে গেছেন। বক্তাগণের বক্তৃতায় মানুষ গড়ার কারিগর রঞ্জিত বাবুর জীবনের বিভিন্ন দিক উঠে আসে। উপস্থিত সকলে তাঁর আদর্শ মেনে চলার শপথ গ্রহন করেন।

চারদিন ব্যাপী আয়োজিত বার্ষিক উৎসবে তরুণতীর্থের শিক্ষার্থীরা সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য, প্রশ্নোত্তর (ক্যুইজ) বক্তৃতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসের সন্ধ্যায় গুণীজন সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণের পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় শিক্ষামূলক নাটিকা। তরুণতীর্থের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্র দিবস উৎযাপন

সংবাদদাতা ঃ প্রতি বছরের ন্যায় বর্তমান বছরেও শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী সম্পন্ন করলো ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের কাজ। এই দিন পতাকা উত্তোলন, মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠিত হয় "স্বাধীনতাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বর্তমানে গণতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগ করতে পারছি?" শীর্ষক আলোচনাচক্র। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংস্থার কর্ণধার দিলীপ ঘোষ, আশিস কুমার ঘোষ, সুব্রত দাস এবং বিউটি সর্দার। আশিসবাবু বলেন, বর্তমান ভারতবর্ষে সামাজিক পরিকাঠামো এতটাই টালমাটাল যে, আমাদের বাক স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করে রেখেছে। তার জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকটাই দায়ী। এমন পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সুব্রত দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে আমরা এক মনে বলছি, ধন্য আমাদের গণতন্ত্র! আর এক মনে

চতুর্থ পাতায়...

হুঁস ফিরল প্রশাসনের

প্রথমপাতার পর...

একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক। এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয় স্থানীয়দের মধ্যে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন একাধিক বাসিন্দা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেপরোয়া গতিতে টোটোটি পেছন থেকে ধাক্কা মারে। বনগাঁ শহরসহ গ্রামাঞ্চল দিয়ে বেপরোয়া ভাবে টোটো চলাচল করে। যাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। লাগামহীন টোটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে শহর গ্রামগুলিতে। যার ফলে নিয়মিত ঘটছে দুর্ঘটনা, বাড়ছে যানজট। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনকে বলে কোন কাজ হয় না। টোটো চালকদের বিরুদ্ধে মুখ খুললে হুমকির মুখে পড়তে হয়।

খাজনা দিলেই মিলবে 'দুয়ারে সরকার'-এর পরিষেবা!

প্রথমপাতার পর...

বিধায়ক তথা দলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'দুয়ারে সরকার মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প। সাধারণ মানুষ যাতে সহজে সরকারি সুবিধা পান, তার জন্য তিনি দুয়ারে সরকার চালু করেছেন। পঞ্চায়েত সেখানে খাজনার টেবিল বসাতে পারে না। খোঁজ নিয়ে দেখব। অভিযোগ সত্য হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বসে পঞ্চায়েতের খাজনা আদায় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, 'দুয়ারে সরকারে আমজনতার অভাব অভিযোগ শোনার জায়গা, তাদের চাহিদা পূরণ করার জায়গা। কিন্তু আমরা দেখছি গোপালনগর ১ পঞ্চায়েতের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ট্যাক্স জমা নেওয়া হচ্ছে। ট্যাক্স না দিলে এপ্লিকেশন করতে পারবে না। দুয়ারে সরকারকে সামনে রেখে তৃণমূল পঞ্চায়েত টাকা কালেকশনের ফাঁদ পেতেছে। এটা অনৈতিক।

চাঁদপাড়ায় বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও চাঁদপাড়ার বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজের ব্যবস্থাপনায় গত ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি চাঁদপাড়ার প্লেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন ময়দানে সমারোহে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ক্রীড়া

প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। হাঁড়িভাঙা ও ছাত্রীদের চামচগুলি দৌড় বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়দিন অনুষ্ঠিত ক্রিকেট টুর্ণামেন্টে দুটি গ্রুপে ছাত্র-ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। খেলায় শিক্ষার্থীগণ ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অধ্যাপক এবং শিক্ষা সহায়ক কর্মীগণও অংশ গ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক স্বপন মল্লিকের সুচারু পরিচালনায় এবং সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বনগাঁ পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশানের মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বর্ষিয়ান বিমল বাকচি কর্তৃক সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে ফুলমালা অর্পণের মধ্য দিয়ে গত ১৯ জানুয়ারী সকালে বনগাঁ হাইস্কুলের ঐতিহ্যবাহী লাল বাড়ির গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি মঞ্চে শুরু হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশানের বনগাঁ শাখার ৩২নং বার্ষিক সম্মেলন। জন্ম মাসে স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে- উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনান বিদিশা বসু, স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান সভাপতি কৃষ্ণপদ দাস।

সমিতির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষক নেতা কৃষ্ণপদ দাসের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য-সরকারি কর্মচারী ফেডারেশানের সম্পাদক রামপ্রসাদ সাধুখাঁ, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পরিতোষ সাহা, গোপালনগর ২নং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান উষাকান্তি পাল, বনগাঁ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কুনাল দে, প্রবীণ নেতৃত্ব চঞ্চল রায়চৌধুরী, সুবিনয় দাস, প্রণব রায়, তড়িতাভ দাশগুপ্ত, বাসন্তি মজুমদার, ব্যাঙ্ক কর্মী সমাজসেবী

গোপাল কর্মকার ও পেনশান দপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মী অর্ধেন্দু রায় প্রমুখ।

শ্রীরায় ও অর্ধেন্দুবাবু অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশান পাবার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রধান শিক্ষক কুনালবাবু পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশানের সদস্যদের আগামী দিনেও এখানে সম্মেলন করার আহ্বান জানান। অর্ধেন্দুবাবু সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের এই সংগঠনের সদস্য হবার আহ্বান জানান। সংগঠনের সম্পাদক বিমলকান্তি বসু সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। বিগত আর্থিক বর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর অলোচনায় অংশ নেন হেলেঞ্চা হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নকুল চন্দ্র হীরা।

সম্পাদক বিমল বাবুর পেশ করা নতুন কমিটির সদস্যদের নামে তালিকা সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। পরিশেষে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিগণের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে বার্ষিক সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

পাঁচপোতা বাজারে নেতাজি উৎসব অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ গাইঘাটা ব্লকের পাঁচপোতা বাজারের সমবায় সমিতি এর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় নেতাজি উৎসব। পরিচালনা করেন আ-ম-রা নামক সংস্থা। এখানে সমবায় সমিতি এর প্রথম উদ্যোগ গ্রহণকারি একমাত্র জীবিত সদস্য ভগীরথ সরকার মহাশয়কে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁকে দিয়েই পতাকা উত্তোলন ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সারাদিন ধরে নানা অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে নেতাজিকে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় সমিতি-র পরিচালন সমিতির কর্মকর্তাগণ।

বিশেষ আকর্ষণ ছিল চিত্র পরিচালক রাজ ব্যানার্জী। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্ত সিনেমা "পাড়" দর্শন এর ব্যবস্থা ছিল। ম্যাজিক শো এবং শ্রুতি নাটকও হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাণ দেবনাথ, গোবিন্দ বিশ্বাস, পিন্টু সমাদ্দার, শক্তি মিশ্র, শুভ্রজিত বিশ্বাস প্রমুখ।

মিলন গোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্র দিবস

তৃতীয় পাতার পর...

আমাদের বিশাল ক্ষোভের সঞ্চার হয়ে থাকছে। তার কারণ — কেউ অন্যায় করলে তার প্রতিবাদ করা যাবে না, প্রতিবাদ করলেই প্রাণনাশের আশংকা। এই গণতন্ত্রের সংশোধন হওয়া জরুরি। বিউটি সর্দার তার আবৃত্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে বর্তমান সমাজে সাধারণ মানুষের বুকের আর্তনাদের মাত্রা কত বিশাল! শুধু আতংক আর আতংক! সবশেষে দিলীপ বাবু বলেন, আমি বিগত বক্তাদের অভিমতকে সাধুবাদ জানাই। তার জন্য যেমন আমাদের সচেতন হতে হবে, তেমন সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে। আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়ে গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষায় বদ্ধ পরিকর।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত চাঁদপাড়া শিশু শিক্ষা নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রতিষ্ঠানের সহ সভাপতি বিধান চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক জাতীয় পতাকা ও প্রধান শিক্ষিকা শ্রীময়ী লীনা মুখার্জী কর্তৃক শিক্ষালয়ের পতাকা উত্তোলন এবং প্রতিযোগী শিক্ষার্থীদের শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে গত ৩০ জানুয়ারি মহাসমারোহে শুরু হয়। চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী শিশু শিক্ষা নিকেতনের ৪৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রাক্তণ ফুটবলার অর্জুন মল্লিক। চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ ময়দানের সুসজ্জিত প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী ৬টি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। হফ রেস, রিলে রেস, মালা গাঁথা, বিউটি কনটেস্ট এবং সবশেষে অনুষ্ঠিত যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। উদ্যোক্তা ও প্রতিযোগীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে

মাঠে আসেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, গাইঘাটা থানার ওসি রাখহরি ঘোষ, শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ। বিশিষ্টজনেরা সকলে তাদের বক্তব্যে লেখা পড়ার সাথে সাথে খেলাধুলো এ ংব শরীর চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। বিশিষ্ট জনেরা সকল প্রতিযোগী পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। শিক্ষক- শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণ শিশু শিক্ষা নিকেতন আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সার্থকতা লাভ করে।

আমাদের Testing Card সমেত গ্রহরত্ন পাওয়া যায়
যা ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

হলমার্ক ছাড়া পুরানো সোনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়।
আমাদের সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন শিঘ্রই যোগাযোগ করুন।
আমাদের GUN MAN প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন।

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**